

# রুশ বিপ্লবের শতবর্ষ

বামপন্থা কোন দিকে পথ দেখাচ্ছে



পার্থ মুখোপাধ্যায়

রুশ বিপ্লবের শতবর্ষ  
বামপন্থা কোন দিকে পথ দেখাচ্ছে

পার্থ মুখোপাধ্যায়

লুক ইস্ট

১৯১৭ সালের, জুলিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২৫ অক্টোবর আর পরবর্তীকালে প্রচলিত, আজকের জগতে সুপরিচিত গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার মতে ৭ নভেম্বর রাশিয়ায় বলশেভিকদের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। সেটা ছিল দুনিয়ায় সর্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাল। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। তারও ৭৪ বছর বাদে এসে এই ব্যবস্থা মুখ খুবড়ে পড়ে। এই মুখ খুবড়ে পড়ার প্রকৃত কার্যকারণ যা-ই হোক, বিশ্লেষকরা দাবি করতে থাকেন যে, এই পরীক্ষা সেই দেশে বহুকাল আগেই ব্যর্থ হয়েছিল, এবার তার ধ্বংসাবশেষটুকুও মুছে গেল। তারও কমবেশি প্রায় ৩ দশক বাদে এসে, রুশ বিপ্লবের (কেউ কেউ অবশ্য একে বিপ্লব বলতে রাজি নন। তাঁদের মতে

এটি আসলে লেনিনের নেতৃত্বে একটি ক্যুদেতা-মাত্র) শতবর্ষে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে যে, বিশ্বে সমাজতন্ত্র তথা বামপন্থার আদৌ কোনো ভবিষ্যৎ আছে কি ?

ভারতের মতো অদ্ভুত একটা দেশের বিবিধ সমস্যায় জর্জরিত ছোট্ট যে রাজ্যটিতে বসে প্রশ্নটা আমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে ভাবাচ্ছে, আরো যেটা মনে রাখার তা হল, সে রাজ্যেও ৩৫টি বছর ধরে, রীতিমতো গণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রথা মেনেই মোটের উপর, বৃহত্তর অর্থে একটা বাম সরকার কার্যকর থাকলেও, প্রায় ১০ বছর হতে চলল, সেই সরকারের পতন তো বটেই এমনকী অভ্যন্তরীণ বিভিন্নমুখী টানাপোড়েনের ফলে তার নেতৃত্বে থাকা এ রাজ্য তো অবশ্যই, এমনকী এই দেশেরও বৃহত্তম বামপন্থী দলটির জাতীয় রাজনীতিতে কার্যকরী অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন উঠে গেছে।

তো, সেইরকম একটা রাজ্যে বসে এমন একটি, নিছক তাত্ত্বিক বলেও যদি ধরে নিই, প্রশ্ন যখন ওঠে তখন তো এ প্রশ্নও সঙ্গে সঙ্গেই উঠে যায় যে, এ প্রশ্নটা তাহলে আদৌ উঠছে কেন ? কারণ, গত এই প্রায় তিনটে দশকে তো সমাজতন্ত্র যে দেশে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে দেশটি সহ বিশ্বের কোণে-কানাচে যেখানে যেখানে তার সামান্যতম ছোঁয়াচও লেগেছিল, ঠান্ডা লড়াইয়ের ধাক্কা সামলে তাদেরও এমনকী তাঁবে এনে ফেলা গেছে বলে মনে করা হচ্ছে ; তাহলে ? তাহলে এই প্রশ্নের এমুহূর্তে আর কোনো যাথার্থ্য থাকল কি ? এ কি তাহলে নিছকই জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রশ্নমাত্র, নেহাৎই পাঠজগতের বাইরে যার তেমন কোনো ভূমিকাই নেই ? বোধহয় বিষয়টা তেমন নয়। বা, বলা ভালো এখনো তেমন নয়। কেন নয়, বা কীভাবে নয় সে প্রশ্নে নিশ্চয় যাব, তবে তার আগে অন্য কয়েকটি বিষয় নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নেওয়া যাক।

১৯১৭তে রুশ বিপ্লব যখন সংঘটিত হচ্ছে তার ঠিক তিনটে

মাত্র বছর আগে পুরনো চেনা দুনিয়াটা বদলে যেতে শুরু করেছে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হবার ফলে — যে যুদ্ধ শেষ হবে এসে ১৯১৯-এ, রুশ বিপ্লবের দু বছর পরে। ঠিক দুটো দশক মধ্যখানে। ১৯৩৯ সালে শুরু হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, এবং চলল ৬ বছর ধরে। অর্থাৎ ১৯৪৫। মনে রাখতে হবে, যার ঠিক ২ বছর বাদে এসেই, ১৯৪৭ সালে, আবার স্বাধীন হচ্ছে ভারত। জানা তথ্যের কচকচি মনে হতেই পারে, কিন্তু সনতারিখগুলো মাথায় রাখা দরকার উদ্দিষ্ট এই বদলে-যাওয়া কালপর্বটিকে বুঝতে হলে তো বটেই, বিশেষ করে পরবর্তী বিশ্বের চেহারাটাকেও বুঝতে হলে ; কারণ, এ তো হল সেই সময় যখন বিশ্বের কোণে কোণে উপনিবেশগুলো স্বাধীন হচ্ছে কেবল নয়, তার ধাক্কায় আমূল বদলে যাচ্ছে তাবৎ বিশ্বেরসামাজিক-অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক চেহারাটাও ; শুধু তা-ই নয়, আর কিছুদিন বাদেই এই পরিবর্তিত বিশ্বের আর্থ-সামাজিক রাশ যেনতেন প্রকারে হাতে রাখতে রে-রে করে শুরু হয়ে যাবে ঠান্ডা লড়াই। মনে রাখা আরো জরুরি, কেননা এই কালপর্বের মধ্যেই আসলে কিন্তু নিহিত রয়ে গেছে এ-লেখা যে বিশেষ প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে, তার জবাবের শিকড়টাও। যে, কেন এই ২০১৭তেও দুনিয়ার নানান কোণে বসে তান্ত্রিকরা বিশেষ এই মতাদর্শের ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামাতে বাধ্য হচ্ছেন ! কেন, কারণ সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার আন্তিত্ত্বিক সংকটকে সামনে রেখে এই তিন দশক জুড়ে তো আমাদের বোঝাতে প্রাণপণ করা হয়েছেই যে, ৩০০ বছর বয়েসী পুঁজিবাদী পথই আসলে হল গিয়ে সেরা, সে অবিনশ্বর, সংকট থেকে মুক্তির পথ নাকি নিহিত রয়েছে তারই মধ্যে ! তাহলে ?

প্রশ্নটা আসলে রয়ে গেছে তারও পরে। যে, কেন , কী জন্যে তাহলে এই কদিন আগেই পুঁজিবাদী বিশ্বের কেন্দ্রভূমিতেই দেখা দিতে পেরেছিল ‘অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট’ যুদ্ধনাদ ? কী জন্যে এ লেখা যখন লিখছি ঠিক সেই সময়েই প্রায় তথাকথিত শুদ্ধিকরণের ধাক্কায় উথালপাথাল হচ্ছে স্বয়ং

ওসামা বিন লাদেনের জন্মভূমি, মক্কা-মদিনার দেশ ? কী জন্যে প্রাচীন পণ্ডিতজনের পরামর্শ মেনে অর্ধেক জলাঞ্জলি দেবার কায়দায় সেদেশের ভাবী রাজা জুনিয়র সলমনের নির্দেশে গ্রেপ্তার হতে হচ্ছে দেশের ১১ জন রাজকুমারকে, এবং প্রত্যেককে বিদ্ধ হতে হচ্ছে দুর্নীতির অভিযোগে ? কীজন্যে পানামা পেপার্সের জেরে পাক প্রধানমন্ত্রী শরিফের গদিচ্যুতির পর আবার ইন্টারন্যাশন্যাল কনসর্টিয়াম অফ ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্ট-এর আয়োজনে বিশ্বের ১০০টি সংবাদ সংস্থার যৌথ তদন্তে প্যারাডাইস পেপার্স নজিরহীন আর্থিক কেলেংকারির অভিযোগে কাঠগড়ায় তুলতে বাধ্য হচ্ছে স্বয়ং ইংলন্ডেশ্বরী রানি এলিজাবেথ-আমেরিকা অধীশ্বর ডোনাল্ড ট্রাম্পদেরও ?

যাই হোক,আবারও একটু পিছনে ফিরি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিধ্বস্ত ইয়োরোপকে ঘুরে দাঁড়াতে সেদিন বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি। যার ফল হল আজ বিশ্বের শতকরা ৯৯ শতাংশ মানুষের যা সম্পদ তার তুলনায় বেশি সম্পদ গিয়ে জমা হয়েছে শতকরা ১ ভাগ মানুষের হাতে। কীভাবে হয়েছে ? হিসেব বলছে ৫০ ও ৬০ দশকে, কেবল মার্কিন কেন, গোটা পুঁজিবাদী দুনিয়ারই ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হয় --- যার ফলে একসঙ্গে প্রথম বিশ্বের অনেক মানুষ গ্রহণযোগ্য একটা জীবনযাত্রার স্তরে পৌঁছে যান। কিন্তু বিশ্ব-ব্যবস্থার পক্ষে সেটা কতটা প্রকৃতই কাম্য ছিল সেই প্রশ্নই উঠে যায় যখন দেখা যায় তার পর,৭০-এর দশকে ফের শুরু হয় শিল্পায়নের মোড় ফেরা। প্রকৃত অর্থে বিশ্বায়নের সেটাই বলা যায় প্রথম ধাপ --- যার ফল আজ বোঝা যাচ্ছে, যখন দেখা যাচ্ছে এমনকী ধনী-চুড়ামণি প্রথম বিশ্বের দেশগুলো থেকেও উৎপাদন-কেন্দ্রিক কাজকর্ম সব চলে যেতে শুরু করেছে ওইসব দেশের সীমানার বাইরে।ফলে, সেই সব দেশেও তাই শুরু হয়ে গেছে চাকরির জন্যে হাহাকার। সেখানেও বাড়তে শুরু করেছে বেকারত্ব। অনিশ্চয়তা। একই সঙ্গে

বিজ্ঞান উন্নয়নের নামে মানুষকে বেঁধে ফেলেছে উন্মাদ এক দিগন্তব্যাপী চাহিদার সুতোয়। মানুষের জীবন আজ দীর্ঘ বটে, কিন্তু একই সঙ্গে আবার অনিশ্চিতও হয়ে পড়েছে তার ভবিষ্যৎ। ৫০ ও ৬০-এর দশকে যে তথ্য-প্রযুক্তি বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল তার ফলেই আজ যদিকে তাকাবেন সেদিকেই হাইটেক বিপ্লবের জয়জয়কার। সম্পদের সেই যে কেন্দ্রীভবনের শুরু হল, তার হাত ধরেই এসেছিল রাজনৈতিক ক্ষমতারও সেই কেন্দ্রীভবন, যা কিনা আমূল বদল ঘটিয়ে দিল কর ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রে। তৈরি হল কর্পোরেট ব্যবস্থার উপযোগী বিভিন্ন নিয়মবিধি এবং কার্যত ক্ষমতা হ্রাস পেল সংখ্যাগরিষ্ঠের। অর্থাৎ কিনা ফের সেই বিরোধ! ১ এবং ৯৯ শতাব্দের। যার ধাক্কাতেই আজ ধনবাদকে প্রাণ বাঁচাতে কাঠগড়ায় তুলতে হচ্ছে এমনকী তাদের চোখের মণি ডোনাল্ড ট্রাম্পকেও বা আমাদের দেশে সামান্য গুজরাত ভোটের বৈতরণী পেরোতে মোদীকে নিজের রাজ্যেরই কোনেকানাচে পাগলের মতো খুঁজতে হচ্ছে সেই কুটো, যা তাঁকে সংসদীয় রাজনীতিতে প্রাণ বাঁচাতে সাহায্য করলেও করতে পারে।

অবস্থাটা কিন্তু এমন ছিল না। অন্তত আমাদের দেশে। '৪৭ সালে স্বাধীনতার পর দেশের বড় সংখ্যক মানুষকে গঠনমূলকতার স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল। তার দৌলতেই পরপর বেশ কয়েকটি দশক এদেশে একটি মূলত পুঁজিবাদী সরকার নানা চেহারায় ক্ষমতা ধরে রাখতে পেরেছিল। আর সেই সুযোগে দেশের প্রত্যেকটা স্তরে ক্ষমতা নামক দৈত্যের পক্ষে তার বিষাক্ত থাবা বিস্তার করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয়নি। এবং মুশকিল হল বামপন্থী বলে যাঁরা নিজেদের প্রচার করে থাকেন তাঁদের মহলেও তার ছায়া বিস্তৃত হয়েছে আর্থ-সামাজিক তথা রাজনৈতিক নিয়মেই। সবথেকে বড় সমস্যা হল, গত শতকের গোড়া থেকেই প্রায় বেশ কয়েকটি দশক এবং বিশেষ করে স্বাধীনতার পরের কমবেশি তিনটে দশক ধরে যে ছাত্র রাজনীতি এরাজ্য তথা দেশে বিরাজ

করেছে, পরের দিকে তাতেও দেখা দিয়েছে ভাঁটার টান, যার পিছনেও আবার রয়েছে সেই ক্ষমতা নামক দৈত্যেরই থাবা। ফলে গোটা ষাটের দশক জুড়ে আমাদের দেশ কেবল কেন, সারা পৃথিবীতেই ছাত্র বিক্ষোভের দাপট যথেষ্ট জোরদার হলেও পরবর্তীকালে কিন্তু কর্পোরেট বিশ্ব তথা তথাকথিত গ্লোবলাইজেশনের প্রবল বিক্রমই রাজ করেছে, যার ব্যাখ্যায় স্তালিন-পরবর্তী রুশ এবং মাও-পরবর্তী চীনা জমানা 'আনইমাজিনেটিভ ব্যুরোক্রেটাইজেশন' ছাড়া কিছুই নয়।

এবার প্রশ্ন, এই বিশ্ব পরিস্থিতিতে তাহলে বামপন্থার ভবিষ্যৎ আদৌ কী হতে পারে! আমাদের রাজনৈতিক চিন্তা ও ক্রিয়াকলাপে বহুল ব্যবহৃত বামপন্থা তথা বাম শব্দটির কিন্তু কোনো স্পষ্ট সংজ্ঞা নেই বলাই যুক্তিযুক্ত। ধ্রুপদী অর্থে ১৭৮৯-'৯১ সালে ফরাসি বিপ্লবের সময়কার গণপরিষদের অধিবেশনে তৃতীয় বর্গের যে প্রতিনিধিরা অধ্যক্ষের বামদিকে বসতেন তাঁদেরই বলা হত বামপন্থী। তারপর থেকে গত দু'শতকেরও বেশি সময় ধরে কিন্তু শব্দটি অর্থগত দিক থেকে প্রভূতরকম ব্যাপকতা পেয়েছে। সেক্ষেত্রে এ কিন্তু এক আবেগমখিত আদর্শ, যার মূলে আছে লক্ষ্য ও মাধ্যমের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রেখে আশাবাদ, বৈজ্ঞানিক মনোভাব, শোষণের বিরোধিতা, গণতন্ত্র ও আর্থিক সাম্যের দাবি, বিশেষ করে স্থিতাবস্থার বিরোধিতা ও রাষ্ট্রীয় স্বৈরতন্ত্রকে রোখার চেষ্টা বা সব মিলিয়ে বললে মানুষের প্রকৃত কল্যাণসাধনের স্বপ্ন।

প্রথমে একটা বড় সময় ধরা হত বামপন্থীরা চির বিদ্রোহী -  
—তাদের বুর্জোয়া ব্যবস্থায় ক্ষমতার লোভ নেই। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ই এইচ কার প্রমুখ পণ্ডিতরাও মনে করেন যে, বিগত সময়ে নানা দেশে ক্ষমতায় যাওয়ার পর থেকেই বামশক্তি ক্রমশ দক্ষিণে হেলতে বাধ্য হয়েছে। আমাদের দেশে অতি বামপন্থীদের একাংশও এমন মতই পোষণ করেন। বিশেষ করে এ রাজ্যে ৩৫ বছর ক্ষমতায় থাকার সময়ে বামদের মধ্যে এই পরিবর্তন ঘটেছিল বলেই



গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাঁদের অপসারণ ঘটেছে বলে তাঁরা মনে করেন। বিদেশি নয়বাম তান্ত্রিকদের একাংশ ১৯৮৯ সালের ১৫ এপ্রিল থেকে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে ঘটা চীনের ছাত্র বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া ঘটনাকেও নিজেদের এই মতের সপক্ষে তুলে ধরেন। তাঁদের মতে, চীনের ঘটনায় সিপিসি-র অবস্থান বর্তমান সমাজতন্ত্রের নেতিবাচক রূপের সবথেকে বড় প্রমাণ। বিশ শতকের শেষভাগে এসে বামপন্থীদের একাংশ আরো মনে করতে থাকেন যে, উৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানা জরুরি না-ও হতে পারে। যদিও এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে মত বিরোধ আছে।

বামপন্থার ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা উঠলে বাম ও দক্ষিণপন্থী সমাজবিদদের একাংশ মধ্যবিত্তের সংকটের প্রশ্ন তোলেন। আলোচনার সুবিধার্থে আমাদের দেশের কথাই ধরি। সামাজিক অর্থনীতিক মহলে সাধারণভাবে বলা হয়, ভারতে স্বাধীনতা-উত্তরকালে রাজনীতি সহ সব ক্ষেত্রে মধ্যবিত্তশ্রেণির উত্থানই প্রমাণ করে এদেশে সমৃদ্ধি সূচিত হয়েছে। এবং তা সূচিত হয়েছে ধনতন্ত্রের ইতিবাচকতার সূত্রেই। তাঁরা হয়ত ভুলে যান যে, ইতিহাসে নানা সময়ে ক্ষমতার অন্ধ ও উগ্র আত্মপ্রকাশের মুখোমুখি মধ্যবিত্তরাই কিন্তু প্রতিবাদ করেছে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে। তার প্রমাণ সত্তর দশক। আবার এ-ও ভুল নয় যে, ওই দশকেই ভারতে বামদের নিজেদের মধ্যে, এবং বিরোধীদের সঙ্গেও একইসঙ্গে, তীব্র সশস্ত্র সংঘাতে মধ্যবিত্তের একাংশের মধ্যে বামপন্থা ও বামদলগুলি সম্পর্কে এক আতঙ্কও তৈরি হয়েছিল, যাতে আপাতভাবে বামদের গণভিত্তি খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়ে। মাও তথা লেনিনের, বা বলা ভালো ১৯১৭-র রুশ চিন্তানায়কদের ভাবনাধারা ও মার্কসবাদকে এশীয় ধাঁচে এনে ১৯৪৯-এর চীন বিপ্লবের শিক্ষায় ভারতীয় কমিউনিস্ট দলগুলি নিজেদের বৃহত্তর সংগ্রামে বিকশিত করতে তো পারেইনি, বরং নিজেদের মধ্যে মতবাদের লড়াইয়ের আড়ালে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়েও জড়িয়ে পড়ায় দেশের বাম আন্দোলন আরো দুর্বলই হয়েছে,

যে ট্র্যাডিশন এখনও চলেছে মাওবাদী বলে পরিচিত দলগুলির হাত ধরে। অন্যদিকে, এই পরিস্থিতিতেই আবার মধ্যবিত্তদের মধ্যে নানাবিধ পরিবর্তনের ঢেউ বিশ্বায়নের হাত ধরে এসে আছড়ে পড়ার ফলস্বরূপ দেখা দিয়েছে ভোগবাদের চরমতম প্রকাশ।

এবার বলার, মার্কসবাদ তথা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ যদি হয় তত্ত্ব আর লেনিনবাদ যদি হয় তার প্রায়োগিক রূপ, তাহলে কোনো সন্দেহ নেই যে, সমাজবিকাশের ধারাতেই দ্বান্দ্বিকতা তার নিজের পথে অগ্রসর হচ্ছে এবং বিশ্ব পরিস্থিতিকেও এগিয়ে নিচ্ছে। অর্থাৎ, মধ্যবিত্তের যেটা সংকট তা-ও কিন্তু দ্বান্দ্বিকতার অমোঘ পথ ধরেই বিবর্তিত হচ্ছে। তাদের আর্থ-সামাজিক তথা রাজনৈতিক 'আমি'-র সংকটই তাদের পথ দেখাবে --- সে পথ মার্ক্সবাদ-সম্মত না নয়া-মার্ক্সবাদ-সম্মত, নয়া-বামপন্থী না নয়া-ধনতান্ত্রিক তা বলা হয়ত কঠিন, তবে সমাজবিকাশের ধারা যে মরুপথে পথভ্রান্ত হয়নি তার সবথেকে বড় প্রমাণ বিশ্ব-প্রেক্ষিতে যেমন উত্তর কোরিয়ার হুমকি বা মুসলিম প্রধান দেশগুলির মানুষের আমেরিকায় প্রবেশের অধিকার সহ বিভিন্ন প্রশ্নে স্বয়ং ডোনাল্ড ট্রাম্পের বেপথুপনা, ব্রেস্কিট-পরবর্তী ব্রিটেনের এলোমেলো পরস্পর-বিরোধী জনমত এবং থেরেসা মে-র সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানো, বা রাশিয়ার বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধানের বক্তব্য যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন শতাব্দীর সথেকে বড় ভূ-রাজনৈতিক ট্রাজেডি তেমনি আবার এদেশে ও রাজ্যে নরেন্দ্র মোদী-রাহুল গান্ধি ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্বিগ্ন পদচারণাও। এই প্রেক্ষিতে হিন্দুত্ব, গোরক্ষা, সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা, বাক স্বাধীনতা ইত্যাদি প্রশ্নে মোদি এবং রাহুল দুজনেরই অবস্থান যে কতটা নড়বড়েরকম ক্ষমতা-স্বার্থবাহী, যতদিন যাবে তা যেমন আরোই টের পাওয়া যাবে, তেমনই প্রমাণিত হবে এ রাজ্যে মমতা ব্যানার্জি এবং তার বিপরীতে তথাকথিত বামদলগুলির

অবস্থানেরও অভ্যন্তরীণ দোলাচল আর লক্ষ্যহীনতার চারিত্রিক শ্রেণি-বৈশিষ্ট্যগুলিও। তাত্ত্বিক বামপন্থা যে আশু এসব ক্ষেত্রে হাতে-গরম উদ্ধারপন্থার যোগান দিতে পারবে এমন আশা পাগলেরও যেমন করা উচিত নয় তেমনি আবার তা প্রভূত নৈরাশ্যের হৃদিশও যে দিচ্ছে না এটাও কিন্তু ঘটনা।

শতবর্ষে উপনীত রুশ বিপ্লব বিশ্ব-আকাশে অবিচল কোনো ধ্রুব তারকা নয় এটা নিঃসন্দেহে ঠিক। আবার এই ঘটনা বিশ্বশ্রেণীতে এমন কতকগুলি পরিবর্তনেরও সূচনা করে দিয়েছে, যার পরআর ইতিহাসকে যান্ত্রিকভাবে পূর্বাভাসে ফেরৎ নেওয়া যাবে না বা ক্ষমতার ইচ্ছামতো নতুন কোনো শক্তি-ভারসাম্যেও উপনীত করা যাবে না। এবং এইখানে দাঁড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে এ-ও বলার যে, বিশ্ব পরিস্থিতি কিন্তু প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে এবং বদলাবেও। তত্ত্বের যান্ত্রিক প্রয়োগ কিংবা নিছক অ্যাডভেঞ্চারিজম --- কোনোকিছু দিয়েই ইতিহাসের সেই গতিপথ কখনো জবরদস্তি বদলে দেওয়া যায়নি, যাবেও না। এবং তা-ও যে হতে বাধ্য তত্ত্বের সঠিক এবং অযান্ত্রিক পুনর্ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়ে --- মনে রাখতে হবে যে, এটাও কিন্তু ওই অবশ্যস্বাবী ভবিষ্যৎ ইতিহাসেরই মূল গতিসূত্র।

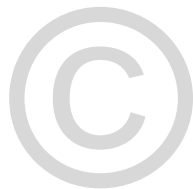
হে পাঠক,

ইতিহাসের নিয়মেই এ লেখায় অজস্র ভুল-ত্রুটি রয়ে  
গেল। দেখিয়ে দিন।

শুরু হোক অনন্ত ডিসকোর্স। নমস্কার



সমাজতত্ত্ব  
৫০ টাকা



**Look East Media**

LET'S ENGAGE